জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্ত প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৬শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২০শে আশ্বিন বুধবার ১৩৬৬ ইংরাজী 7th Oct. 1959 { ২১শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

“রাণী রাসমণি”

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

লিভার ও পেটের পীড়ায়

কুমারেশ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

শারদীয়া মহাপূজার অবকাশ

"জঙ্গিপুর সংবাদে"র গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন—আমরা আমাদের প্রাপ্য শারদীয়া মহাপূজার অবকাশ বর্ত্তমানে না লইয়া সময়ান্তরে লইব। সম্পাদক—"জঙ্গিপুর সংবাদ"

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে আশ্বিন বুধবার সন ১৩৬৬ সাল।

শারদীয় উৎসবে নারদীয় উৎপাত

—০—

শরৎকালে প্রতি বৎসর মা মহামায়ার আরাধনার জন্য যে মহাপূজা হয়, তা সকলেই অবগত আছেন।

নারদ মুনির নামও প্রায় সকলেই জানেন ও শুনিয়াছেন। তিনি বড় কলহপ্রিয়। নিজে কলহ করেন না অন্যদের মধ্যে কলহ বাধাইয়া দিতে খুব পটু। তাঁহার সম্বন্ধে পুরাণে যাহা কথিত আছে, সকলের অবগতির জন্য নিম্নে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম। নারদ ব্রহ্মার মানস পুত্র। ব্রহ্মা ইঁহাকে সৃজন কার্য্যের ভার লইতে বলেন। ঈশ্বর সাধনা ও ভগবৎ প্রাপ্তিতে বিঘ্ন হইবে বলিয়া ইনি ব্রহ্মার কথায় স্বীকৃত হন নাই। সেইজন্য তাঁহার অভিসম্পাতে গন্ধর্ব্ব ও মানবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইঁহার বাহন ঢেঁকী। ইনি এই যানে আরোহণ করিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল সর্ব্বস্থানে বিচরণ করিতে পারিতেন।

এ বৎসর ইঁহার গতিবিধি আমাদের পশ্চিম বাংলায় বেশ পরিলক্ষিত হইতেছে। পশ্চিম বাংলার শরৎকালীন বিধানমণ্ডলীতে ইনি যে আসর জমাইয়াছেন তাহা সংবাদপত্র পাঠক মাত্রেই জানেন। তবে ইনি বিধান সভার ডেপুটি স্পীকার শ্রীআশুতোষ মল্লিকের সদা সদানন্দ স্বভাব দেখিয়াই হউক আর আশুতোষ নামে মুগ্ধ হইয়াই হোক বেশ দয়া করিয়াছেন। প্রথম দিনের জুতো পেটাপিটির পরদিন জানি না মল্লিক মহাশয় দ্বিতীয় দিন যে মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন তাহাতে সব ঠাণ্ডা। এই পূজার খরচের সময় কংগ্রেসীই বলুন, আর অন্য সব বিরোধীই বলুন, এথির দরকার সকল মিঞারই আছে। ওঁরা সব জানেন নির্ব্বাচিত হলেই মাস মাস তনখা আর আসর যতদিন বসিবে বেশ মোটা টাকা ঘুচায় কে? আশুতোষ মল্লিক মশায় স্বপ্নাদেশ পাইয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিবার পর আর কেহ টুঁ শব্দ করেন নাই। দ্বিতীয় দিনের মন্ত্র—যদি পূর্ব্বদিনের সব "এন্‌কোর" করা হয় তবে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অধিবেশন বন্ধ হইবে। সিম্পটম্ মত দাওয়াই ধরেছে ঠিক। দ্বিতীয় দিন সবকে ধন্যবাদ দিবার সময় প্রথম দিনের সব দোষ নিজের স্কন্ধে লইয়া যে অদৃশ্য ঘা দিলেন তাতে বেশ কাজ করেছে।

এই নারদ লীলা আরম্ভ হইল দেবলোকে—পবনদেব ও বরুণদেব দুই দেবের কে জবর এই ব্যাপার লইয়া নারদ মুনি যে উভয়ের প্রতিযোগিতা লাগাইয়া দিলেন। যত চোরের সুচিন্তিত চুরি-কল্পনা সব ধরা পড়ার উপক্রম। তবে মুরুব্বি জোরে যত রক্ষা হয়। আহা হা! অত সাধের কল্যাণীরও নাকি অনেক অকল্যাণকর ব্যাপার উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

নারদ বিধানমণ্ডলীতে যে অনাস্থার ব্যবস্থা করেছিলেন তা শাসক সম্প্রদায়ের মান রাখিয়া টেবিল চাপড়াতে উল্লাস ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বাজেট কেলেঙ্কারী একাউন্ট বিভাগ ফাঁস করে মনের মধ্যে ঝাপড়দা মাকড়দা করতে দিল না।

নারদ মুনি কৈলাসে গিয়া বাবা মহেশ্বরের কানভারী করে পশ্চিম বাঙলায় লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশের আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। মা রণবেশে সিংহবাহিনী হইয়া মহিষাসুরের সহিত আসিবেন।

সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে
শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি
নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

॥ সমাজের অন্ধ গলিতে ॥

— শ্রীরঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় —

মহা নগরীর এই অন্ধ গলি পথ,—
আলো ও বাতাসহীন জীবনের বাঁচা;
গতির বিকাশ নেই! হারানো শপথ:
মুক্তি ছোঁয়া খুঁজে প্রাণ-চায়, ছাড়ে খাঁচা।
হারিয়ে ফেলেছে ওরা সুন্দর সহজ,
মরে বাঁচা হাড় গুলো শুকনো কঠোর:
দুষ্কর্ম-কুকর্ম শুধু ভরিছে মগজ
নব নব মতলবে-পাপচক্রে ভোর।
জুয়াখেলা, তাড়ি গেলা, অনুচর কত!
জেল খাটা? ছেলে খেলা, মানে মনে তারা;
সুপ্ত মনে মনুষ্যত্ব, দিয়ে বলি; রত—
পাপ কর্মে; আত্মতৃপ্তি! বিবেক সে হারা।
চৌর্যবৃত্তি-ছাড়া ওরা সমাজে বাঁচার,—
পাবে না কভু কী সুস্থ এতটুকু দ্বার?

নারদীয় কাণ্ড

(একাদশী রিহার্সেল)

—:o:—

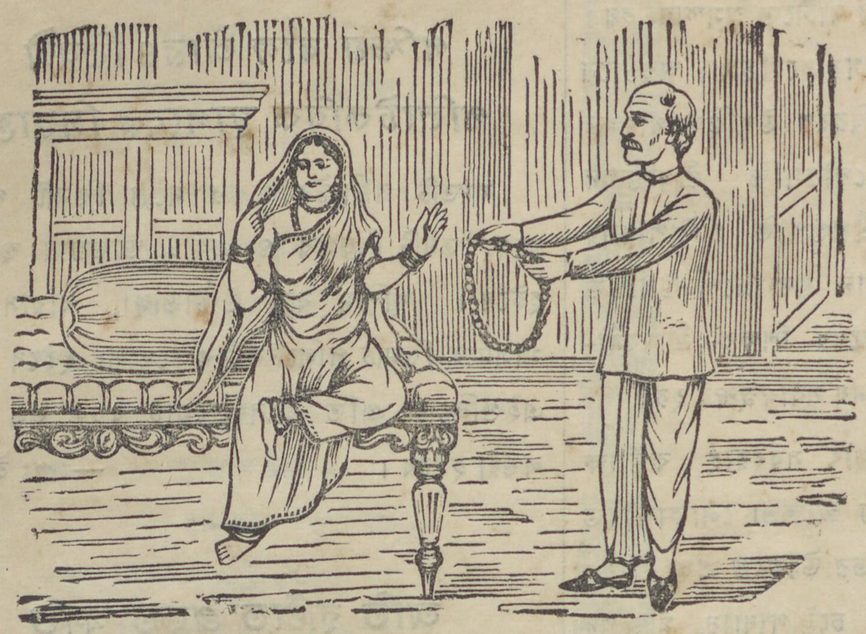

বৃদ্ধ—বুড়ো কহে আসি,
দেখনা প্রেয়সী,
এনেছি কেমন মালা।

তরুণী—ভোগ ও বিলাসে
রুচি নাহি আসে,
দিওনাকো মোরে জ্বালা॥

বৃ—যা আছে আমার,
সকলি তোমার,
বাড়ী ঘর জুড়িগাড়ী।

ত—সুখী হ'তাম আমি,
যদি হতো স্বামী,
কাঙ্গাল দীন ভিকারী॥

বৃ—মা বাপ তোমার
নিয়েছে আমার
হাজার টাকার থ'লে।

ত—মরি সেই ক্ষোভে
তুচ্ছ অর্থ লোভে,
কন্যারে ফেলেছে জলে॥

বৃ—দশ খান গাঁয়,
খুজে দেখ নাই
কেহ রায় বাহাদুর।

ত—শুধু নহে তায়,
কম দেখা যায়
হেন বুড়ো কামাতুর॥

বৃ—কলপ লা'গায়ে,
দাঁত বাঁধাইয়ে,
যুবা হনু একদম।

ত—(যদি) আমি অভাগিনী
যুবা বলে মানি,
মানিবে কি তাতে যম?

বৃ—দুই দিন ধ'রে,
আছ অনাহারে,
কেনবা মাখনি তেল?

ত—বৈধব্য ভাবিয়া,
রাখিতেছি দিয়া,
একাদশী রিহার্সেল।

স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং
কোদালধারী কেরাণী!

—:o:—

পৈতৃক যা জমি ছিল
সে সকল ভাগে দিয়ে,
হইলাম বিদেশবাসী,
কেরাণীর চাকরী নিয়ে।

মাথাতে টেরী কেটে
কি সুন্দর পোষাক পরি,
ভদ্রলোক সেজে কেমন
আনন্দে আপিস করি।

সকলে বাবু বলে,
চাপরাসী করে সেলাম,
হ'ল মোর কুড়ি ফোঁটা
হইলাম রঙের গোলাম;

সকালে চা হালুয়া
বিকালে ফুল্‌কো লুচি,
দু'পুরে বালাম চাউল
ভিন্ন যে হয় না রুচি।

কাগজে দেখতে পেলাম
আইন এক হচ্ছে জারী,
যে লোকে করবে আবাদ
জোত জমা হবে তারই।

বাপ বরাপ করলে জমি
সে সকল পরকে দিয়া
চাকরীতে দিন কাটিব
চাকরী কি এক চেটিয়া?

বাবা যে চাকরী করে,
ছেলে তো পায়না সেটা,
তা' হলে জজ হইত
যত সব জজের বেটা।

এ সকল দেখে শু'নে
দিয়েছি চাকরী ছেড়ে
লাঙ্গলের কাজ জানি না
লেগেছি কোদাল ধ'রে।

গান্ধীজীর জন্ম দিবস

গত ২রা অক্টোবর শুক্রবার সমস্ত দেশে গান্ধীজীর জন্মদিবস প্রতিপালিত হইয়াছে। অন্যান্য পর্ব্ব দিবসের মত পঞ্জিকায় তাঁহার জন্মদিবস সন্নিবেশিত হইয়াছে। গান্ধীজী দরিদ্র ভারতের মঙ্গলার্থে অনেক করিয়াছেন, অনেক বলিয়াছেন। আজকাল অনেক ভুঁইফোড় নেতা ফাঁকা ভাষণ দিয়া, কৃত্রিম চোখের জল ফেলিয়া গান্ধীজীর নাম ভাঙ্গাইয়া মতলব হাসিল করেন। আন্তরিকতা বড় একটা দেখা যায় না। আমরা তাঁহার আত্মার উদ্দেশে অবনত মস্তকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

সিংহলের প্রধানমন্ত্রীর প্রাণবিয়োগ

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর কলম্বো জেনারেল হাসপাতালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীসলেমান বন্দরনায়ক সকাল সাতটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময় মারা গিয়াছেন।

গতকাল পাকস্থলীতে গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর হাসপাতালে একটি দীর্ঘ অস্ত্রোপচারে তাঁর প্লীহা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছিলো এবং যকৃতের নানাস্থানে গুলির আঘাত সেলাই করা হয়েছিল। সারারাত তাঁকে কয়েক পাঁইট রক্ত দেওয়া হয়েছিল। তাঁর অবস্থার উন্নতি ঘটছিল। সকাল সাতটার পর অবস্থা খারাপের দিকে যায় এবং পৌনে আটটার সময় তিনি মারা যান।

ভিক্ষুকের বেশে আততায়ী যে তাঁকে গুলি করেছিলেন, তিনি স্থানীয় মেডিক্যাল কলেজের ভেষজ ঔষধের অধ্যাপক। বন্দরনায়েকের মৃত্যুর পূর্বেই অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীরূপে দহনায়ক কার্য্যভার গ্রহণ করেছেন।

কাঙ্গালী বিদায়

রঘুনাথগঞ্জের রজনীকান্ত সাহা মহাশয়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহার পুত্রদ্বয় প্রায় তের শত কাঙ্গালীর প্রত্যেককে তিন পোয়া চাউল ও এক আনা হিসাবে পয়সা দান করিয়াছেন। দাতা শতং জীবতু।

বিশ্বকর্মা পূজায় নাট্যাভিনয়

বিগত ১লা ও ৩রা আশ্বিন ৺বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থা কর্ত্তৃক প্রযোজিত "চার মূর্ত্তি" ও "পথের শেষে" নাটকের অভিনয়োৎসব তুলসী বিহার বাটীতে সুসম্পন্ন হয়। উভয় দিনই প্রচুর দর্শক সমাগম হয়েছিল। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকেন যথাক্রমে পৌরসভার পৌরপতি শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তা ছাড়া প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত থাকেন জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীঅবনীকুমার রায় মহাশয়। অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হয়।

অভিনয়ের পূর্বে বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্ত্তৃপক্ষ ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাট্য প্রতিভা লোকান্তরিত আচার্য্য শিশিরকুমারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সর্বশ্রী পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় ও অবনীকুমার রায় নাট্যাচার্য্যের অলৌকিক প্রতিভা নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের শেষে শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার নাট্য সংস্থা "সবুজ সথার" পক্ষ থেকে ও শ্রীবিভূতিভূষণ পাল মহাশয় বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থার পক্ষ থেকে নাট্যাচার্য্যের প্রতিকৃতিতে মাল্য দান করেন।

একটি ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা

অর্থলগ্নী—৩টি টিউবওয়েল ৩০' গভীর প্রতিটি ১৫০৲ হিঃ মোট ৪৫০৲, কচুর বীজ ৬ মণ ২৫৲ দরে ১৫০৲, আউস বীজ ধান ২ মণ ১০৲ দরে ৫৲, আলুর বীজ ৬ মণ ২৮৲ দরে ১৬৮৲, সার ৭০০৲, মজুর ২৪০০৲, মোট ৩৮৭৩৲

ফলন—১ম—কচু ৩২০ মণ, ১০৲ দরে ৩২০০৲, পুঁইশাক ৪০০৲, ২য়—আউস ধান ২৪ মণ, ১০৲ দরে ২৪০৲, খড় ২ কাহন ১০৲ দরে ২০৲ ৩য়—আলু ২৪০ মণ, ৮৲ দরে ১৯২০৲ মোট ৫৭৮০৲ খরচ বাদে মোট লাভ ১৯০৭৲

এই ত্রিফলি পরিকল্পনা বীরভূম জেলার নানুর (N. E. S.) ব্লকে, মঙ্গলপুরের রেলারাম মণ্ডল কর্ত্তৃক গৃহীত হয়েছে।

বিঃ দ্রঃ—এই পরিকল্পনায় ১ থেকে ৯ বিঘা জমি আবাদ করিবার জন্য ৩টি টিউবওয়েলই প্রয়োজন; ১টায় হ'বে না। —জঙ্গিপুর মহকুমা প্রচার সংস্থা

পশ্চিম বঙ্গে আরও তিনটী পলিটেকনিক স্থাপনের সিদ্ধান্ত

সাতটি পলিটেকনিকের মধ্যে তিনটি পশ্চিম বঙ্গে, তিনটি বিহারে ও একটি উড়িষ্যায় স্থাপিত হইবে। পশ্চিম বঙ্গে উল্টাডাঙ্গা, বারাসত ও মালদহে তিনটি পলিটেকনিক খোলা হইবে এবং এইগুলিতে প্রতি বৎসর মোট ৫৪০ জন ছাত্র লওয়া হইবে। —প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

অতি বৃষ্টিতে প্রভূত ক্ষতি

গত ১৩ই আশ্বিন বুধবার রাত্রি হইতে অবিরাম বৃষ্টি ও ঝড়ের জন্য মহকুমার প্রায় সকল গ্রামেই বহু দেওয়ালিয়া ঘর পড়িয়া গিয়াছে। রাঢ় অঞ্চলের আউস ও ল্যাসরা ধানের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। হিন্দুদের প্রধান পর্ব্ব শারদীয়া মহাপূজার সময়ে নিরাশ্রয় জনগণের দুর্গতির শেষ নাই। রেল লাইনের সাঁকো খারাপ হওয়ায় কাটোয়া নিমতিতা ট্রেণ চলাচল বন্ধ হইয়াছে। সকল ট্রেণ চিরোটী পর্য্যন্ত যাইতেছে। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার প্রায় গ্রামই ভাসিয়া গিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। কালনা ও কাটোয়া সহরে বন্যার জল প্রবেশ করিয়াছে। আনন্দময়ীর আগমনে তাঁর দুঃস্থ সন্তানগণ অনাহারে অনিদ্রায় কালযাপন করিতে বাধ্য হইবে।

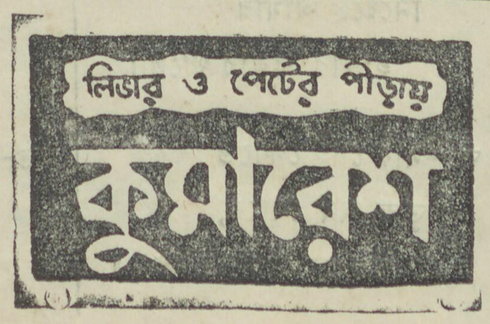

পূজাবাজার

(রস-রচনা)

॥ সু—মো—দে ॥

দুর্গতিনাশিনী দুর্গা
দুঃখ দিবি বল্ মা কত,
চালের চিন্তা টেক্সো ঠ্যালায়
লাঞ্ছিত জান কণ্ঠাগত।
অর্থাভাবে না পাই দিশে
পূজোর বাজার সারব কিসে ?
গিন্নীর দাবি লাইলন-শাড়ি
বড় বাবুর শালীর মত।
'ছেলেমেয়ের দাবি মেটাও
বাবাত্বটী নয় ছেড়ে দাও'
বারোয়ারি পূজোর চাঁদাও
দিতেই হবে মরণা যত।
অসুর নিধন খড়্গটি তোর
কোপদে আমার ঘাড়ের ওপর,
কুম্ভীরাসন অটুট রাখ্ মা
(ভাগ্যবানের ভুঁড়ি বাড়া মা)
এই প্রার্থনা অবিরত।
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা
দুঃখ দিবি বল্ মা কত ॥

লোক সংখ্যা গণনার জন্য বৃহত্তর প্রচেষ্টা

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর নয়া দিল্লীতে লোক সংখ্যা সংক্রান্ত রাজ্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টদের ১০ দিন ব্যাপী সম্মেলনে বক্তৃতাকালে লোক সংখ্যা কমিশনর শ্রীঅশোক মিত্র বলেন, স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৬১ সালে প্রথম সারা দেশে লোক সংখ্যা গণনা করা হইবে। জম্মু ও কাশ্মীর, সিকিম ও কতকগুলি এজেন্সী এলাকাতেও লোক গণনা করা হইবে।

তিনি বলেন যে, আগামী লোক সংখ্যা গণনা-কালে প্রথমতঃ কৃষি, দ্বিতীয়তঃ পারিবারিক কার্য্য-কলাপ এবং তৃতীয়তঃ ব্যক্তি বিশেষ ও রাজ্যের অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ ও উহার বিশ্লেষণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইবে। —প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ম" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৯

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত
ইলেকট্রিক সলিউসন
— দ্বারা —
মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা শ্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।